সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

WHAT EVERY CHRISTIAN SHOULD
KNOW ABOUT ISLAM
—এর অনুবাদ

ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক খ্রিস্টানের যা জানা উচিত

রুকাইয়া ওয়ারিস মাকসুদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক খ্রিস্টানের যা জানা উচিত
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৪২ / এপ্রিল ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
ISBN : 978-984-95227-2-0
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

২৯ মার্চ ২০২১। রাত পৌনে এগারোটায় প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম[১] ফোন দিলেন। বললেন, 'এখনি আস।' গেলাম। তিনি একটি বই দিয়ে বললেন, 'এটি অবশ্যই অনুবাদ করতে হবে।' সেই শুরু। মাত্র এক মাসের মধ্যেই বইটির যাবতীয় কাজ শেষ হয়েছে। মূলত এই প্রথম তিনি আমাকে সরাসরি কোনো বইয়ের অনুবাদ করতে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব দ্রুত হযরতের ইচ্ছাকে কবুল করেছেন। আর কোনো কিছু কবুল হয়ে গেলে আনুষঙ্গিক কাজও সহজ হয়ে যায়। এই বইয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

অধিকাংশ মানুষই জানে না, তাকে ঠিক কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিশ্বে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে তার ভূমিকাই-বা কি হবে অথবা তাকে সৃষ্টি না করা হলে কী এমন ক্ষতি হতো! অনেক মানুষ এটিকে সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল সমীকরণ বলে এড়িয়ে যায়। স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাসও করতে চায় না। খাও, দাও, ফূর্তি করো—এরকম একটা ঘোরের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। কিছু মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নিলেও স্রষ্টার বিধান মানতে চায় না। তাদের নিকট ইশ্বর মানে এমন এক ঐশী সত্তা যিনি সৃষ্টি করেই বিশ্রামে চলে গিয়েছেন অথবা এই বিশ্ব-চরাচরে তার আর কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং যেমন খুশি, তেমন চলো। আমাদের আলোচ্য বইয়ের লেখিকা, রুকাইয়া ওয়ারিস মাকসুদ, জীবনের শুরুতে ভিন্ন এক বিশ্বাসে বেড়ে উঠেছেন। তিনি ছিলেন কট্টর খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী এবং এই ধর্মতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রিও নিয়েছেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল মানুষকে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন।

[১] বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব; হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা। তার দুনিয়া বিমুখতা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ঐকান্তিক পরিশ্রম, উলমায়ে কেরামের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালোবাসা, শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর সার্বক্ষণিক আমল করার ঐকান্তিক চেষ্টা—এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের জন্য এক বাস্তব দৃষ্টান্ত।

দুনিয়াতে ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোনো ধর্মের পণ্ডিতরাই অপ্রকাশ্য এক হতাশায় ভোগেন। নিজেদের ধর্মতত্ত্বে চরম পাণ্ডিত্য অর্জন করেও একটা শূণ্যতা তাদের চিন্তা-চেতনায় ভর করে। মূলত মিথ্যা-নির্ভর ধর্মীয় মতবাদ কাউকে শান্তি দিতে পারে না, পরকালের অনন্ত-অসীম জীবনের ব্যাপারেও আশ্বস্ত করতে পারে না। কেবল জিদের বশবর্তী হয়েই তারা তা আকড়ে থাকেন। অনেকে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন; সঙ্গতকারণেই তারা ইসলামগ্রহণ করেন। তবে এ সংখ্যা খুবই কম। এই বইয়ের লেখিকা সেরকম একজন। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য অনুধাবন করার পর থেকেই খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের প্রতি তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং নিজেকে এক আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেন। আর তখন থেকেই তার নতুন জীবন শুরু হয়। ইংল্যান্ডের মাটিতেই তিনি খ্রিস্টানদের ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান করতে থাকেন এবং এজন্য অসংখ্য বই রচনা করেন। আলোচ্য বইটি সেই বইগুলোর একটি; *What Every Christian Should Know About Islam*—ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক খ্রিস্টানের যা জানা উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ বইয়ে খ্রিষ্টধর্মের যাবতীয় অসঙ্গতির বিপরীতের ইসলামের সেন্দর্যকেই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সত্যানুসন্ধানী যে কোনো মানুষই এই বই থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

পাশ্চাত্যে মুসলিম পন্ডিতগণ শত প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ করে যাচ্ছেন। এতে তাদের সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মানুষের বোধগম্য ভাষা ও ভাবনাকে বিবেচনা করতে হয়। এজন্য তাদের লেখায়ও এর প্রভাব পড়ে। এই বইটিও এর ব্যতিক্রম নয়। বিতর্ক এড়াতে এরকম দু-একটি প্রসঙ্গ সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। বইটিতে উল্লেখিত ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট-এর উদ্ধৃতিসমূহের অনুবাদ সরাসরি সংশ্লিষ্ট ওয়েবপেজ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এতে ভাষা ও শব্দের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

উল্লেখ্য, বইটির অনুবাদ সহজসাধ্য ছিল না। তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে জটিল শব্দের ব্যবহার ও দীর্ঘ বাক্য অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই থেমে যেতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে সহযোগিতা করেছেন জাওয়াদ ইবনে ফরিদ (বাংলাদেশে হরদুই হযরতের প্রথম খলীফা মাওলানা ফজলুর রহমান রহ.-

এর দৌহিত্র)। তিনি ইংরেজি বইটির সঙ্গে শব্দে শব্দে এর অনুবাদ মিলিয়ে দেখছেন। তার দক্ষতা ও পরামর্শ আমাকে বিস্মিত করেছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। আমি তার প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করে নেন। যারা কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
অনুবাদক ও প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৪ রমাযান ১৪৪২
২৭ এপ্রিল ২০২১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ٦

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?
▶সূরা ইনফিতার, ৮২ : ৬

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ

মুসলিমরা শত্রু নয়—ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটেছে! ১৪
ঈমানের ঘোষণা ১৮
এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস—তাওহীদ ১৯
আমরা কীভাবে আল্লাহর 'সত্তা' সম্পর্কে জানতে পারব? ২৭
ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস ২৯
কিতাবের ওপর বিশ্বাস ৩৪
রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস ৩৬
মুসলিমরা অদৃষ্টবাদী? আল্লাহ যদি সবকিছু আগেই জেনে থাকেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে সবই পূর্ব-নির্ধারিত? ৩৭
পরকালে বিশ্বাস ৪০
বিচার-দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস ৪১
মুসলিমরা 'যিকির' বা 'আল্লাহর স্মরণ' দ্বারা কি বোঝায়? ৪৮
জান্নাতে কি আমরা বিবাহিত থাকব? বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কী ঘটবে অথবা প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা তাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে? ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে ধর্মীয় দায়িত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

'ইসলামের ভিত্তি' বলতে কী বোঝায়? ভিত্তিগুলো কি কি? ৫৪
মুসলিমদের প্রার্থনার বিশেষত্ব বা পার্থক্য কী? ৫৪
মুসলিমদের কি কোনো পাদ্রী রয়েছে? ৫৭
'ধর্মীয় ট্যাক্স' কী? এটি কি ইহুদীদের যাজককে প্রদেয় খাজনারূপে (জমির উৎপন্ন দ্রব্যের) এক দশমাংশের মতো, নাকি খ্রিস্টানদের চুক্তিবদ্ধ চাঁদার মতো? ৫৯

'রোযা' বলতে কী বোঝায়? ৬১
হজ বলতে কী বোঝায়? ৬৩
কালো বড় চারকোণা আকৃতির ঘরটি কী? ৬৬

তৃতীয় অধ্যায় : প্রশ্নোত্তর

ইসলাম কি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাতে সক্ষম? ৭০
সুন্নী এবং শিয়া মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কী? ৭১
মুসলিমরা কি সর্বদা সংঘর্ষে লিপ্ত? ৭৩
মুসলিমরা কি চরমপন্থী? ৭৫
মুসলিম নারীরা নিজেদের স্বামী নির্বাচন করতে পারে না, এটা কি সত্য? ৭৬
মুসলিমরা কীভাবে শিশুদের যত্ন নেয়? ৭৭
মুসলিমরা কি তাদের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়েতে বাধ্য করে? ৭৯
'মেয়েদের খৎনা'-এর ব্যাপারে মুসলিমরা কী মনে করে? ৮০
মুসলিম পুরুষ কি একের অধিক বিয়ে করতে পারে? ৮২
একজন মুসলিম পুরুষ কি তার স্ত্রীকে আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই তালাক দিতে পারে? ৮৫
বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে পুরুষ কি তাদের সন্তানদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? ৮৫
মুসলিম পুরুষরা কি নারীদের নিচুজাত মনে করে? ৮৬
মুসলিমরা কি তাদের স্ত্রীদের বেত্রাঘাত করে? ৮৮
মুসলিমদের কেন আব্দুল নামে ডাকা হয়? অথবা বিন? অথবা হাজী? অথবা আল? ৯০
মুসলিমরা কি ক্রিসমাসের উৎসবে যোগ দিতে পারবে? ৯১
মুসলিমরা কেন শুয়োরের গোশত খেতে পারে না? ৯২
হালাল জবাই বলতে কী বোঝায়? ৯৩
সারাবিশ্ব জুড়ে প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থাপনাকে মুসলিমরা হারাম বলে কেন? ৯৪
অসভ্য মঙ্গোলিয়ান বাহিনী কি মুসলিম ছিল? ৯৬
মুসলিমরা কি সারাবিশ্ব দখলে নিতে চায়? ৯৬

মুসলিম, ইসরাঈল এবং প্যালেস্টাইনের সমস্যা কোথায়? ১০১
মুসলিমরা কেন জেরুজালেমকে পবিত্র স্থান মনে করে? ১০৪
ইসলাম কি সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে? ১০৭
সুইসাইড বোম্বিং কি ইসলামে অনুমোদিত? ১০৮
কিছু ইসলামী শাস্তির বিধান কি নিষ্ঠুর নয়? ১০৯
সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? ১১১

চতুর্থ অধ্যায় : খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম

ইসলামগ্রহণ করলে একজন খ্রিস্টানের বিশ্বাসে কী কী পরিবর্তন করতে হবে? ১১৪
ইশ্বর একজনই। যিহোভা, আমাদের পিতা স্বর্গে (অবস্থান করছেন), আল্লাহ এক এবং একই ইশ্বর ১১৮
ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা যদি একই ইশ্বরের উপাসনা করে থাকে, তাহলে তারা একসঙ্গে একধর্মে রূপান্তরিত হতে পারে না কেন? ১২২
মুসলিমরা তাদের সঙ্গে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের পার্থক্য সম্পর্কে কী ধারণা করে? ১২৫
ত্রিত্ববাদের অবিশ্বাসী একেশ্বরবাদী খ্রিস্টানরা কেমন? ১২৭
কুরআনকে কেন এত পবিত্র গ্রন্থ মনে করা হয়? ১২৯
মুসলিমরা কি বিশ্বাস করে যে, যীশু এবং ইহুদীদের নবীও মুসলিম ছিলেন? ১৩১
মুসলিমরা কি সত্যি সত্যি নবী মুহাম্মাদকে যীশু থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে? ১৩১
আল্লাহর বিধান বলতে মুসলিমরা কী বিশ্বাস করে? ১৩৪
যীশুর প্রতি বিশ্বাসে মুসলিমদের সঙ্গে একজন খ্রিস্টানের পার্থক্য কী? ১৩৫
যীশুর ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান যে সঠিক, এ ব্যাপারে খ্রিষ্টধর্ম-গ্রন্থে কি কিছু উল্লেখ রয়েছে? ১৩৭
খ্রিস্টানরা যেরকম বিশ্বাস করে, 'কেউই পিতার নিকটে যেতে পারবে না, কেবল আমি (যীশু) ছাড়া', তাহলে নিশ্চিতভাবেই একজন মুসলিম এবং একজন খ্রিস্টানকে কখনো পুনর্মিলিত করা সম্ভব নয়? ১৩৮
ব্যক্তিগতভাবে পরিত্রাণ পেতে মুসলিমদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়? ১৪০

ক্ষমা প্রসঙ্গে ইসলাম কী শিক্ষা দেয়? ১৪৩
ব্যক্তিগত পরিত্রাণে যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে মুসলিমরা কী ধারণা রাখে? ১৪৫
মুহাম্মাদ যদি প্রকৃতই নবী হয়ে থাকেন, তাহলে বাইবেলে যীশুর মতো তার আগমন-বার্তা আগেই ঘোষিত হলো না কেন? ১৪৭
মুসলিমরা যদি ইহুদীদের সকল নবীকে প্রকৃত নবী হিসেবে স্বীকার করে, তাহলে তারা ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো একই সম্মান প্রদর্শন করে না কেন? ১৫০
মুসলিমরা কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে? ১৫৫
আমার মায়ের প্রশ্ন : আমার মেয়েকে আমি সবসময়ই বুদ্ধিমতী এবং সঠিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী বলে মনে করেছি। তাহলে সে কেন মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? ১৫৭

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ

ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ

মুসলিমরা শত্রু নয়—ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটেছে!

ইংল্যান্ডে এখন প্রায় বিশ লাখ মুসলিমের বসবাস এবং ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ইসলাম খুব দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করছে। এটি নিশ্চিত, ব্রিটেনে এখন দৈনন্দিন ধর্মচর্চায় অভ্যস্ত অ্যাংলিকানদের চেয়ে মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। তবে এই পার্থক্যের জন্য বিশাল সংখ্যক অভিবাসীদের আগমন অথবা অভিবাসীদের বড় পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা দায়ি নয়। অধিকন্তু ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থীদের পুঁজি করে প্রচারমাধ্যমের বাড়াবাড়ি এবং নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও এ পার্থক্য বেড়েই চলছে।

হঠাৎ করেই ইসলামের সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্যাদির প্রচার-প্রসার শুরু হয়েছে। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে; অজ্ঞতার কারণে কারও পক্ষে অহংবোধে লিপ্ত থাকা আর সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের অনেক স্কুলের পাঠ্যসূচিতেই এখন পরিকল্পিতভাবেই ইসলাম ধর্মকে (অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে শিশু-কিশোররা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি উন্নত করতে সক্ষম হয়। এতে দেখা যায়, শিক্ষানবীশরা যখন পরিণত হয়ে ওঠে, তখন তারা অন্ধভাবে পারিবারিক ধর্মকে বেছে নেয় না, বরং তারা যা জেনেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই নিজেদের ধর্মকে নির্বাচন করছে—পাঠ-প্রক্রিয়ার এরকম ফলাফল সম্ভবত কেউ আশা করেনি।

আগে খ্রিষ্টধর্ম ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মই ক্লাসরুমে পড়ানো হতো না। তুলনামূলক ধর্মীয় জ্ঞানের পরিসরও সংকুচিত হতে থাকে যখন শিক্ষকরা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসকে খ্রিষ্টধর্মের তুলনায় কেবল নিকৃষ্টতরই নয়, বরং ভুল, এমনকি হাসির খোরাক, অবহেলিত অথবা অশুভ হিসেবে অভিহিত করতে থাকে। ইদানিং অন্য ধর্মকে হেয় না করে সঠিকভাবে ধর্মীয়জ্ঞানকে

উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। সুতরাং সঙ্গতকারণেই সম্ভাব্য বিশ্বাসের বর্ধিত পরিসরে এবং অন্য ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ে ওঠায় যুবকরা (ধর্মীয় ব্যাপারে) স্বাধীনভাবেই নিজেদের পছন্দকে বেছে নেওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

যা হোক, ইংল্যান্ডে মুসলিম পরিবারে একটা আশঙ্কা কাজ করে যে, তাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের অমুসলিম বন্ধু-বান্ধবের আচরণে প্রভাবিত হয়ে উঠবে যারা মদ্যপান করে, নেশা করে, যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং যৌন-স্খলনকে খুব স্বাভাবিক মনে করে। মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্ভবত এটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে যে, ওই একই সরকারি স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে এসে হাজার হাজার অমুসলিম যুবক-যুবতিরাও তাদের জীবনের গতিপথ (ইসলামের দিকে) পরিবর্তনের সুযোগ লাভ করছে। তাদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা তারা পরখ করার সুযোগ পায় এবং এতে হয়তো একসময় তারা মুসলিম হওয়ার জন্য নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। খুব দ্রুতই এর বীজ বপন করা হচ্ছে। কে জানে, ভবিষ্যতে তারা কি ফসল কুড়িয়ে পাবে!

একটি বিশ্বাস তার অভিব্যক্তির ধরন ও যৌক্তিকতার কারণেই সার্থকভাবে প্রসার লাভ করে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখন ইসলামের বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ কষ্ট করে জানার চেষ্টা করেন, তখন তারা শীঘ্রই উপলব্ধি করেন, এগুলো ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এর সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনো সংযোগ নেই যা সবাইকে বিব্রত করে—অমুসলিমদের মতো মুসলিমদেরও। ইসলামের প্রতিটি বিষয় সত্য-পরিবেষ্টিত, প্রকৃতির বিধান ও যৌক্তিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে গ্রহণীয় সদুত্তর প্রদান করতেও সক্ষম।

আসুন, আমরা ওইসব উগ্রপন্থী মুসলিমদের এড়িয়ে চলি, যারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের তথাকথিত ধারক আইআরএ (আইরিস রিপাবলিকান আর্মি) সন্ত্রাসীদের মতোই প্রকৃত ইসলামের ধ্বজাধারী। আসুন, আমরা কিছু নির্দিষ্ট মুসলিম দেশের দুর্নীতিবাজ ও নির্মম শাসকদের অগ্রাহ্য করি, যারা খ্রিষ্টধর্মের তথাকথিত ধারক-বাহক বুর্জোয়া পোপ বা ধর্মান্ধ খ্রিষ্ট নেতাদের মতো প্রকৃত ইসলামের রূপকার বলে দাবি করে। আসুন, আমরা ইসলামী জাতীয়তবাদ এবং রাজনৈতিক ইস্যু উপেক্ষা করি, যা আদতে মহান এবং

ন্যায়সঙ্গত, তবে এটি অন্যায়-অত্যাচারকে জায়েজ করার জন্যই ধর্মীয় ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, যে কোনো ধর্মীয় মতবাদকে বিচার করতে গিয়ে এর দুর্বল অনুসারীদের অজ্ঞতা ও অসদাচরণকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো সাধারণ ভুল আমাদের এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

মুসলিমরা নিজেদের খ্রিস্টান ও ইহুদীদের শত্রু মনে করে না। সত্যিকার অর্থে মুসলিমদের মূল ঐশী শিক্ষা মেনে নিতেই আহ্বান করা হয়; কেবল যীশু (ঈসা আলাইহিস সালাম)-এরই নয়, বরং আবরাহাম, মোসেস, সলোমন, আমোস, হোসিয়া, ঈসায়িয়াহ, জেরেমিয়াহ, এজিকিয়েল এবং জন দি ব্যাপটিস্টেরও।

এখন ইহুদী, হিন্দু অথবা বৌদ্ধদের প্রতি লোকজন সাধারণত ভীত-সন্ত্রস্ত বা শত্রুভাবাপন্ন হয় না। পাশ্চাত্যের অনেক লোকেরা কেন ইসলামকে 'শত্রু' মনে করে, এর অনেক কারণ রয়েছে। এর একটি হলো, কিছু মুসলিম এত বেশি দাম্ভিক এবং গোঁড়া ধার্মিক যে, তার আচরণ শিষ্টাচার-বিরোধী হয়ে ওঠে এবং অন্যকে হেয় করে। অতিনৈতিকতা ও মিতাচারের পথ যে অনুসরণ করতে পারে না, তারা সাধারণত—যারা তা পারে—ওইসব লোকদের চেয়ে নিজেদের হীন মনে করে ক্রোধ প্রকাশ করে। অধিকন্তু, বর্তমান বিশ্বের অনেক তথাকথিত ইসলামী সমাজের আচরণেও মুগ্ধ হওয়ার মতো কিছু নেই। বস্তুত, এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি রয়েছে যে, একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ইসলামী শাসকরা ইসলামের পবিত্রতা, ভদ্রতা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায় এবং এর অনুসারীদের—বিশেষ করে নারীদের—প্রতি দমনাত্মক হয়ে ওঠে এবং তাদের নেতারা